মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ (মার্চ ২০১৮)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প (সংখ্যা)	সমাপ্ত প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চলমান প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন (সংখ্যা)	সমীক্ষা সমাপ্তির পর প্রণয়নতব্য ডিপিপি (সংখ্যা)	মন্তব্য
০১	**০২**	**০৩**	**০৪**	**০৫**	**০৬**	**০৭**	**০৮**
০১।	৫১টি	৫২টি	২৭টি (ক্রমিক নং- ১ হতে ২৭)	১৩টি (ক্রমিক নং-২৮ হতে ৪০)	৮টি (ক্রমিক নং- ৪১ হতে ৪৮)	৪টি (ক্রমিক নং- ৪৯ হতে ৫২)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৫১টি প্রতিশ্রুতির বিপরীতে প্রকল্পের সংখ্যা ৫২টি

৬নং কলামের বিস্তারিত

- ৪১নং ক্রমিকের উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
- ৪২নং ক্রমিকের সরাইল উপজেলায় বেড়িবাঁধ প্রকল্পের ডিপিপি গত ১৮ মার্চ ২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
- ৪৩নং ক্রমিকের চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়িবাঁধ নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপির উপর গত ২১ মার্চ ২০১৮ তারিখে পাসমতে যাচাই সভা হয়েছে। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি বাপাউবো'র মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন।
- ৪৫নং ক্রমিকের কুড়িগ্রামের ১৬টি নদ-নদী ড্রেজিং প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হলে ৪৪নং ক্রমিকের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হয়ে যাবে।
- ৪৫নং ক্রমিকের কুড়িগ্রামের ১৬টি নদ-নদী ড্রেজিং এর আওতায় ৭টি ডিপিপির মধ্যে ২টি পরিকল্পনা কমিশনে, ১টি পাসমতে ও অবশিষ্ট ৪টি বাপাউবো'র মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন।
- ৪৬নং ক্রমিকের করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্পটির ডিপিপি হাইকোর্টের নির্দেশনার আলোকে মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন।
- ৪৭নং ক্রমিকের তিতাস নদী খনন (লোয়ার) প্রকল্পের ডিপিপি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।
- ৪৮নং ক্রমিকের জয়পুরহাট জেলার ছোট যমুনা ও তুলশীগঙ্গা নদী খনন প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।

৭নং কলামের বিস্তারিত

- ৪৯নং ক্রমিকের বগুড়া জেলার বাঙ্গালী নদীর ডান ও বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্পটির ডিপিপি'র উপর ০৮/০৩/২০১৭ তারিখে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
- ৫০নং ক্রমিকের বগুড়া জেলার সাড়িয়াকান্দি, ধুনট প্রকল্পটির কারিগরি রিপোর্ট মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন।
- ৫১নং ক্রমিকের সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়ক বাঁধ প্রতিশ্রুতিটি ৪০নং ক্রমিকের প্রকল্প বাস্তবায়ন শেষে প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব হবে।
- ৫২নং ক্রমিকের প্রতিশ্রুতিটি কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের প্রস্তাবিত মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হলে সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (সমাপ্ত প্রকল্প)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
১।	বন্যা প্রতিরোধকল্পে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প		বন্যা প্রতিরোধকল্পে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলার গোবরা নামক স্থানে মধুমতি নদীর বামতীর সংরক্ষণ উপ-প্রকল্পটি "নদী সংরক্ষণ উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৩য় পর্যায়)" শীর্ষক ব্লক প্রকল্পের আওতায় ৪ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে (৩৯৫ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ) জুন ২০০৮ এ সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০%**	
২।	তিস্তা ব্যারেজ হতে তিস্তা সড়ক সেতু পর্যন্ত নদী খননের অবশিষ্টাংশ সম্পন্নকরণ	২০/০৯/২০১২	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)'' এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তাব্যারেজ এর ভাটিতে ০৩ কিমি ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং এর কাজ ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০%**	
৩।	তিস্তা নদীর বাম তীরের অসমাপ্ত নদী শাসনের কাজ সমাপ্তকরণ	২০/০৯/২০১২	"তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিমারী পর্যন্ত) প্রকল্প'' এর আওতায় ২ কিমি ৮৬৩ মিটার তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬ কিঃমিঃ বন্যা বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ" প্রকল্পের আওতায় ১৫০ কোটি ৬২ লাখ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি জুলাই, ২০১০ হতে শুরু হয়ে জুন, ২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৯ কিমি ২৫ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন হয়েছে।	**১০০%**	
৪।	জামালপুর জেলাকে যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা করা	৩০/০৬/২০১২ সরিষাবাড়ী উপজেলার গনউদ্যানে অনুষ্ঠিত জনসভায়	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলা শহরকে রক্ষার্থে স্টীফ-২ প্রকল্পের আওতায় ৫০ কোটি ৫০ লাখ টাকা ব্যয়ে বাঁধ নির্মাণ (বাঁধের দৈর্ঘ্য) সহ ৫ কিমি ৬৫ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ, ১৬টি রেগুলেটর/স্লুইচ নির্মাণ কাজ জুন ২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ, ইসলামপুর ও সরিষাবাড়ী উপজেলাকে রক্ষাকল্পে ৪৮৯ কোটি ৪৯ লাখ টাকা ব্যয়ে "জামালপুর জেলার বাহাদুরবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের আওতায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজ জুন ২০১৭ তে সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০%**	
৫।	ঢাকা নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসন	১৪/০২/২০১০ সিদ্ধিরগঞ্জ ১২০ মেগাওয়াট পিকিং বিদ্যুৎ কেন্দ্র উদ্বোধনকালে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ডিএনডি এলাকার জলাবদ্ধতা অস্থায়ীভাবে জরুরী ভিত্তিতে নিরসনের জন্য ২০১০-১১ হতে ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে রাজস্ব খাত হতে ৩ কোটি ৫৯ লাখ টাকা ব্যয়ে ১১৩ কিমি খালের বর্জ্য অপসারণ ও নিষ্কাশনের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।	**১০০%**	পরবর্তীতে স্থায়ী সমাধানের জন্য বিগত ২১/০১/২০১৫ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ডিএনডি প্রকল্প হস্তান্তরের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ডিএনডি সেচ প্রকল্পের ঢাকা জেলাধীন অংশের দায়িত্ব ঢাকা (দক্ষিণ) সিটি কর্পোরেশন এবং নারায়ণগঞ্জ জেলাধীন অংশের দায়িত্ব নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশন গ্রহণ করবে মর্মে সিদ্ধান্ত হয়। এ বিষয়েও কোনরূপ অগ্রগতি না হওয়ায়

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী’র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
					গত ২২/০২/২০১৬ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ৩য় দফায় আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় স্থায়ীভাবে ডিএনডি এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ডকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়। সে আলোকে স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে Drainage improvement of Dhaka, Narayangonj, Demra (DND) Project (Phase-2) শীর্ষক প্রকল্পের ৫৫৮ কোটি টাকার ডিপিপি গত ০৯/০৮/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত ২১/০৯/২০১৭ তারিখে বাপাউবো এবং সেনাবাহিনীর মধ্যে Delegated Method এ কাজ বাস্তবায়নের জন্য একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। **প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত নির্ধারিত আছে। আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৬২২০.৪৯ লক্ষ টাকা, ৮.৮৫%; বরাদ্দ ১৪৫০০.০০ লক্ষ টাকা**
৬।	সন্দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমের ভেঙ্গে যাওয়া বেড়ীবাঁধ পুনঃনির্মাণ	১৮/০২/২০১২ চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে বাঁধ মেরামত কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে বেড়িবাঁধ সংস্কারের জন্য Climate Change Trust Fund এর আওতায় জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ট্রাস্টি বোর্ড কর্তৃক ১৫ কোটি টাকার একটি প্রকল্প জুন ২০১৭ এ সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে ২য় পর্যায়ে “চট্টগ্রাম জেলায় সন্দ্বীপ উপজেলার পোল্ডার নং-৭২ ভাঙ্গন প্রবণ এলাকা রক্ষার্থে প্রতিরক্ষা কাজ” শীর্ষক প্রকল্পের ১৯৭.৮৬ কোটি টাকার ডিপিপি গত ১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদকাল জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০। ২৩-০১-২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বরাদ্দ পাওয়া গেছে। বর্তমানে মোবিলাইজেশন চলমান। বাস্তব অগ্রগতি-০.০০%। **আর্থিক অগ্রগতি-০.০০ টাকা বরাদ্দ-৩০০.০০ লক্ষ টাকা**
৭।	দহগ্রাম ইউনিয়নকে তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে বাঁধ নির্মাণ	১৯/১০/২০১১ লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	তিস্তা নদীর ভাঙ্গন হতে দহগ্রাম ইউনিয়ন রক্ষার্থে ১ কিমি ২৬৬ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে ২০১১-১২ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরে এই কাজের জন্য অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে ২ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় যা দ্বারা ৫৮০ মিটার তীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।	**১০০%**	উল্লেখ্য, সীমান্ত নদী প্রকল্পের Joint River Commission তালিকার ক্রমিক নং- ৪২/২০১৫-১৬, ৪৩/২০১৫-১৬, ৬৬/২০১৫-১৬, ১৫/২০১৬-১৭ এবং ৩১/২০১৬-১৭ এর কাজ বাস্তবায়িত হলে প্রতিশ্রুতিটি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। সীমান্ত নদী প্রকল্পের ৫১২.৮৭ কোটি টাকার পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১২/০৭/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২২/১১/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বরাদ্দ পাওয়া গেছে। **CCEA ২৭ জানুয়ারি ২০১৮ মাসে প্রকল্পের কাজ DPM পদ্ধতিতে বস্তবায়নের জন্য অনুমোদন দিয়েছে। প্রকল্প ব্যয়- ৪৬,৬৫৯.৪৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৭ হতে জুন ২০২০। আর্থিক অগ্রগতি-০.০০ টাকা বরাদ্দ-৫০০.০০ লক্ষ টাকা**

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
৮।	লালমনিরহাট জেলাকে তিস্তা নদীর আকস্মিক বন্যা ও ভাঙ্গন হতে রক্ষা করার জন্য তীর সংরক্ষণ ও বাঁধ নির্মাণ করা	১৯/১০/২০১১ লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	''তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (তিস্তা রেলওয়ে ব্রীজ হইতে চন্ডিমারী পর্যন্ত) প্রকল্প'' এর আওতায় ২.৮৬৩ কিমি তীর সংরক্ষণ, ৫টি স্পার, ১৬কিমি বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করা হয়েছে (অর্থ বছর ১৯৯৮-৯৯ হতে ২০০৫-০৬)। এছাড়া ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়, প্রকল্প ব্যয়ঃ ১৫০.৬২ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০১৩)'' এর আওতায় ৯.২৫০ কিমি তীর সংরক্ষণ কাজ জুন ২০১৩ তে সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০%**	
৯।	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ড্রেজিং এর মাধ্যমে তিস্তা নদীর নাব্যতা বজায় রাখার ব্যবস্থা করা	১৯/১০/২০১১ লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রাম সরকারি কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	শুষ্ক মৌসুমে তিস্তার পানি প্রবাহ ঠিক রাখার জন্য ''তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)'' এর আওতায় তিস্তা ব্যারেজ এর উজানে ৫০০ মিটার চর অপসারণ এবং তিস্তা ব্যারেজ এর ভাটিতে ৩.০০০ কিমি ডানতীর চ্যানেল ড্রেজিং এর কাজ ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০%**	
১০।	সিরাজগঞ্জ শহরকে যমুনা নদীর ভাংগন ও বন্যার হাত হতে রক্ষার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং এর ব্যবস্থা করা	০৯/০৪/২০১১ সিরাজগঞ্জ জেলায় সফরকালে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের জন্য ''ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ'' শিরোনামে ১০২৮.১২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৩-২০১৪) একটি প্রকল্প একনেক কর্তৃক ২৭/০৪/২০১০ তারিখে অনুমোদিত হয়। বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট হতে ধলেশ্বরী নদীর উৎস মুখ পর্যন্ত ২০ কিমি ও নলীণবাজার এলাকায় ২ কিমি-সহ মোট ২২ কিমি যমুনা নদী ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে ১৪ কিমি দৈর্ঘে রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজও সম্পন্ন করা হয় যার ফলে সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধের হার্ড পয়েন্ট ঝুঁকিমুক্ত হয়েছে এবং ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল দ্বারা সিরাজগঞ্জে প্রস্তাবিত শিল্প পার্ক সংলগ্ন প্রায় ৮ বর্গকিমি এলাকায় ভূমি পুনরুদ্ধার হয়েছে।	**১০০%**	
১১।	আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাঁধ দ্রুত মেরামতের ব্যবস্থা গ্রহণ	১২/০৩/২০১১ বাগেরহাট জেলায় সফরকালে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক বাগেরহাট জেলার আইলায় প্রাথমিক পর্যায়ে মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও ক্লোজার সমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে ২০১০-১১ অর্থ-বছরে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া স্থায়ী ও দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে ''উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন'' প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, ক্লোজার নির্মাণ, স্লুইস নির্মাণ/মেরামত এবং নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী জুন ২০১৫ তে সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০%**	
১২।	প্রাকৃতিক দুর্যোগকালে জনগণের জানমাল ও ফসলাদি রক্ষার্থে উপকূলবর্তী এলাকায় স্থায়ী বেড়ী বাঁধ নির্মাণ	০৫/০৩/২০১১ খুলনা জেলা সফরকালে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা ও যশোর জেলার অংশ বিশেষে ৪৭টি পোল্ডারের মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্লোজারসমূহের নির্মাণ কাজ জরুরী ভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়া South West Area Integrated Water Resource Management Project এর আওতায় (প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ২৩.৯২ কোটি টাকা এবং বাস্তবায়নকালঃ জুলাই ২০০৬ হতে জুন ২০১৪) পোল্ডার নং- ৩১ ও ৩২ এর ৩৬ কিমি বাঁধ মেরামত সহ অন্যান্য কাজ সমাপ্ত হয়েছে।	**১০০%**	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
			উল্লেখ্য যে, দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে বর্ণিত এলাকায় ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ মেরামত/সংস্কারের নিমিত্তে ‘‘উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ বাপাউবো'র অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন’’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অনুমোদিত ডিপিপি মোতাবেক কাজসমূহ জুন ২০১৫ তে সমাপ্ত হয়েছে।		
১৩।	খুলনা জেলার তেরখাদা উপজেলার ভুতিয়ার ও বাসুয়াখালী বিলের জলাবদ্ধতা নিরসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা	০৫/০৩/২০১১ খুলনা জেলা সফরকালে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত কাজের জন্য ‘‘খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প’’ শিরোনামে একটি প্রকল্পের (প্রাক্কলিত ব্যয় ২১.৩৪ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল ২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩) আওতায় ২০.৯০ কিমি খাল খনন, ২.০০ কিমি নদী খনন, বাঁধ মেরামত, ৩টি স্লুইস নির্মাণ, ১টি লং বুম ক্রয় ইত্যাদি কাজ জুন ২০১৩ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।	১০০%	আলোচ্য কাজটি টেকসই করার লক্ষ্যে বর্ণিত বিলসমূহের জলাবদ্ধতা সম্পূর্ণভাবে নিরসনের লক্ষ্যে “খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর-কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় পর্যায়)” শিরোনামে ২৮১৯০.১৬ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্পের আওতায় ২৯ কিমি ১৫০ মিটার চিত্রা নদী পুনঃখনন, ৭৮০ মিটার নদী তীর সংরক্ষণ, ২টি খাল পুনঃখনন, ১টি ড্রেনেজ স্লুইস মেরামত এবং মসুনদিয়া ও কোদলা বিলে টিআরএম অপারেশনের জন্য পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় আঠারবাকী নদী পুনঃখনন, স্লুইস নির্মাণ, নিষ্কাশন, খাল পুনঃখনন ও নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে। ২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধিসহ (অক্টোবর ২০১৩ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত) সংশোধিত আরডিপিপি প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাস্তব অগ্রগতি-৭২.৫০% **আর্থিক অগ্রগতি-১৫৫৬৯.০৫ টাকা বরাদ্দ-৫২২৭.০০ লক্ষ টাকা**
১৪।	উপকূলীয় জেলাগুলোতে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	২২/০২/২০১১ বরিশাল জেলা সফরকালে	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাষ্ট ফান্ডের অর্থায়নে পটুয়াখালীতে ‘‘চর আন্ডার চারিদিকে বেড়িবাঁধ নির্মাণ’’ (প্রাক্কলিত ব্যয় ১০ কোটি টাকা, বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১২) প্রকল্পের আওতায় ১২ কিমি বাঁধ নির্মাণ ও ৬টি ইনলেট নির্মাণ কাজ ২০১১-১২ অর্থ-বছরে সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া, স্থায়ী ও দীর্ঘ মেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে ‘‘Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)’’ প্রকল্পের আওতায় বাঁধ নির্মাণ, মেরামত, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ জুন ২০১৪ এ সম্পন্ন করা হয়।	**১০০%**	
১৫।	সোনাইছড়া, কোণাল্লাছড়া, করেরহাট সোনাইছড়ি, পশ্চিম জোয়ার, লক্ষীছড়ি, গুজাছড়ি, বারো মাঝিখালে (পাহাড়িছড়া) শনালূটালে সেচ উপ-প্রকল্পগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প গ্রহণ	২৯/১২/২০১০ চট্টগ্রাম জেলাধীন মিরেশ্বরাই উপজেলার মহামায়াছড়া সেচ প্রকল্প পরিদর্শন কালে জনসভায়	মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত বর্ণিত ছড়াগুলোর সমন্বয়ে গুচ্ছ প্রকল্প প্রস্তাব জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় ১৭.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ‘‘চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরাই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকার সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিটেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ’’ প্রকল্পের আওতায় ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থ-বৎসরে ১১.৫০ কিমি বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ, ২৩.০০ কিমি খাল পুনঃখনন, ০.৫০ কিমি তীর প্রতিরক্ষা কাজ ও ৩টি পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।	**১০০%**	
১৬।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ভাঙ্গানরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ	১১/১১/২০১০ ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত ভোলা জেলার চর ফ্যাশন উপজেলার ‘‘চর কুকরি-মুকরি বেড়ীবাঁধ নির্মাণ’’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের কাজ জুন ২০১৪ তে সম্পন্ন হয়েছে।	**১০০%**	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
১৭।	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে স্লুইসগেটসহ বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	১০/১১/২০১০ সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে জরুরী কার্যক্রমের মাধ্যমে ২০১০-১১ ও ২০১১-১২ অর্থ-বছরে অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতে বর্ণিত হাওড় এলাকায় ৪৭.৬২ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ ও স্লুইসগেটসমূহের নির্মাণ/ পুন:নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।	**১০০%**	
১৮।	ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলার বেড়ীবাঁধসমূহ সংস্কার করা এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে নির্মাণ প্রসঙ্গে।	২৩/০৭/২০১০ খুলনা জেলার কয়রা উপজেলা সফরকালে	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি মোতাবেক প্রাথমিক পর্যায়ে কয়রা উপজেলায় আইলায় ক্ষতিগ্রস্থ পোল্ডারের মারাত্নক ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ ও ক্লোজারসমূহের নির্মাণ কাজ জরুরীভিত্তিতে সর্বাঙ্গীনভাবে সম্পন্ন করা হয়। এছাড়া দীর্ঘমেয়াদী টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে, ওয়ামিপ প্রকল্পের আওতায় কয়রা উপজেলায় (পোল্ডার নং ১৩-১৪/২ ও ১৪/১) ১৯.৭৭ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬১.৪৮ কিমি বাঁধ মেরামত/নির্মাণ, স্লুইস নির্মাণ ও নদীতীর সংরক্ষণ কাজ সম্পন্ন করা হয়।	**১০০%**	
১৯।	পটুয়াখালী জেলাস্থ কলাপাড়া উপজেলার ফসলী জমি লবণাক্ততার হাত থেকে রক্ষার্থে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করার জন্য খাল খনন করে প্রাপ্ত মাটি দ্বারা বেড়ীবাঁধ নির্মাণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ	০৬/০৫/২০১০ বরিশাল বিভাগের বিভাগীয় এবং বরগুনা জেলার জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভার সিদ্ধান্ত	নির্দেশিত এলাকাটি আন্ধারমানিক নদীতীরস্থ পোল্ডার নং-৪৬ এর অন্তর্ভুক্ত বিধায় খাল খনন করে নতুন বেড়ীবাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা নেই। তবে পোল্ডারের মধ্যকার অনেক দিনের পুরানো স্লুইস গেটসমূহের কতিপয় গেইট নষ্ট হওয়ায় কয়েকটি খালে লবণ পানি প্রবেশরোধকল্পে গেইটগুলি ইতোমধ্যে মেরামতের কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে।	**১০০%**	
২০।	বরগুনা জেলার সিডর, আইলা ও নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্থ বেড়ীবাঁধগুলো পুনঃনির্মাণ ও মেরামত করা	০৬/৫/২০১০ বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে ২০০৯-১০ অর্থ-বছরে জরুরী কার্যক্রমের আওতায় অনুন্নয়ন রাজস্ব খাতে বরগুনা জেলায় সিডর ও আইলায় পাউবোর ৫৫৪.৪৩ কিমি আংশিক ক্ষতিগ্রস্থ ও ৬৬.৪৬ কিমি পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ বাঁধ সর্বাঙ্গীনভাবে মেরামত/পুনঃনির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।	**১০০%**	
২১।	বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলার মহিষকাটা খালের উপর স্লুইসগেট নির্মাণ	০৬/৫/২০১০ বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের নিমিত্তে আমতলী উপজেলায় মহিষকাটা খালের উপর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় স্লুইসগেট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে।	**১০০%**	
২২।	তিতাস উপজেলার দাসকান্দি হতে লালপুর পযর্ন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা	০৭/১১/২০১০ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলায় দাসকান্দি হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পটির "গৌরীপুর-হোমনা সড়ক হতে লালপুর পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মানের জন্য ২০১১-২০১২ অর্থ-বছরে দুইটি প্যাকেজে দরপত্র আহবান করে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়। যথাসময়ে ঠিকাদার কাজ শুরু করে। কিন্তু বাঁধের এ্যালাইনমেন্ট অনুযায়ী কোনরূপ জমি হুকুম দখল ছিলনা। ঠিকাদার কর্তৃক কিছু পরিমাণ কাজ করার পর এলাকার জমির মালিক ও স্থানীয় জনগণ কাজে বাধা প্রদান করে। জনসাধারণের সাথে ঠিকাদারের লোকজনের প্রচন্ড মারামারি হয়। হাইকোর্টে মামলা হয়। মামলার রীট পিটিশন নং- ৭৪১২/২০১২। ফলে কাজ বন্ধ হয়ে যায়। রীট পিটিশন মামলাটির এখনও কোনরূপ নিষ্পত্তি হয় নাই। জমি হুকুম দখল করে পুনরায় কাজটি করা যায় কিনা অথবা কাজটি কতটা যুক্তিযুক্ত তা নির্ধারণ করার জন্য মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত মোতাবেক একটি	**সমাপ্ত হিসাবে ধার্য**	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
			কারিগরি টিম গত ০২/০৯/২০১৫ তারিখে সাইট পরিদর্শন করেন এবং যথানিয়মে একটি রিপোর্ট প্রদান করেন। প্রকল্প এলাকার গ্রস এরিয়া ১২০০ হেক্টর (প্রায়)। প্রকল্প এলাকাটির দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে গোমতী নদী, পূর্বে গৌরীপুর-হোমনা সড়ক এবং উত্তরে লোয়ার তিতাস নদী দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রস্তাবিত প্রকল্পে শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীরে ৪.০০ কিমি বন্যা বাঁধ নির্মাণ ধরা হয়েছে। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় লোয়ার তিতাস নদীর তীরে কোন প্রকার বাঁধ নির্মাণের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ফলশ্রুতিতে ১২০০ হেক্টরের প্রকল্প এলাকা রক্ষার জন্য একদিকে অর্থাৎ শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীর বরাবর বাঁধ দেয়া হলে প্লাবনের হাত থেকে ফসল রক্ষা করা সম্ভব হবেনা। সম্পূর্ণ প্রকল্প এলাকা বন্যার কবল হতে রক্ষা করতে হলে লোয়ার তিতাস নদীর তীরেও বাঁধ নির্মাণ করতে হবে এবং কিছু পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামোর সংস্থান রাখারও প্রয়োজন হবে। উক্ত প্রকল্প এলাকাকে বন্যার কবল হতে রক্ষা করতে হলে ছোট খাটো পোল্ডার বিবেচনা করলে একদিকে যেমন প্রকল্পের Cost/Benefit Ratio সন্তোষজনক হয়না। অপরদিকে স্থানীয় জনসাধারণের সহিত আলোচনাকালে জানা যায় প্রকল্প বাস্তবায়নে অনাগ্রহতা রয়েছে। বর্তমান বিদ্যামান প্রকল্পে শুধুমাত্র গোমতী নদীর তীরে ৪.০০ কিমি বাঁধ নির্মাণ করা হলে ইহা প্রকল্পের সুফল বহন করতে সমর্থ হবে না।		
২৩।	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	০৭/১১/২০১০ কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলা সফরকালে	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা-কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ কাজের জন্য ''কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপজেলাধীন ৩৭টি খাল পুনঃখনন'' শীর্ষক প্রকল্পের অনুমোদিত ডিপিপি এর প্রকিউরম্যান্ট প্ল্যান অনুযায়ী গত ২০১৩-২০১৪ ইং অর্থ-বছরে ৬টি প্যাকেজে দরপত্র আহবানের মাধ্যমে ২২টি খালের ৪১ কিমি ৫০৩ মিটার দৈর্ঘ্যে খাল পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন করা হয়। পরবর্তীতে ২০১৪-২০১৫ ইং অর্থ-বছরে ১৪টি খালের ২১ কিমি ৫৭৫ মিটার দৈর্ঘ্যের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়। খাল এবং খালের পার্শ্ববর্তী কোন স্থানে হুকুম দখলকৃত ভূমি না থাকায় এবং অনেক খালের শেষ প্রান্তে আবাদি জমি থাকায় স্থানীয় মারমুখী জনগণের প্রচন্ড বাঁধার কারণে ২১ কিমি ৫৭৫ মিটার দৈর্ঘ্যের মধ্যে ১৬ কিমি ৪৮৫ মিটার দৈর্ঘ্যের পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন করা হয়। ঠিকাদারের বিরুদ্ধে আদালতের সমন জারীর কারণে ৪টি খালের ৫ কিমি ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের পুনঃখনন কাজ করা সম্ভব হয়নি। এখানে উল্লেখ্য যে, বিষয়োক্ত তথ্যে প্রদত্ত প্রকল্পটির অবশিষ্ট ৪ কিমি ৬০০ মিটার এর স্থলে বাস্তবে ৪টি খালে ৫ কিমি ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের পুনঃখনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। উক্ত ৫ কিমি ৯০ মিটার দৈর্ঘ্যের অনেকাংশ ভরাট হয়ে ফসলি জমির আকার ধারণ করেছে। ঐ সমস্ত স্থলে বর্তমানে জনগণ ফসল আবাদ করছে। এছাড়াও উক্ত অংশের খালের উজানে ভাল ঢাল রয়েছে, ফলে কোন প্রকার জলাবদ্ধতা হয় না। যেহেতু প্রকল্পটি একটি নিষ্কাশন প্রকল্প সেহেতু অনায়াশে নিষ্কাশন চলছে বিধায় প্রকল্পের সুফল পাওয়া যাচ্ছে। উক্ত ৫ কিমি ৯০ মিটার পুনঃখনন না করা হলে প্রকল্পে নিষ্কাশনে তেমন কোন অসুবিধা হচ্ছে না।	**সমাপ্ত**	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
২৪।	নাটোর জেলার কালিগঞ্জ বাজার থেকে নলডাঙ্গা হাট, পীরগাছা বাজার হয়ে সরকুতিয়া বাজার পর্যন্ত বারনাই নদীর উভয় তীর ৪.২২ কিঃমিঃ সিসি ব্লক দিয়ে স্লোপ প্রতিরক্ষা কাজ	১১/১২/২০১১ নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	বর্ণিত প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ''নাটোর জেলার কালিগঞ্জ সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ সাধনপুরে বারনাই নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্প জুন ২০১৬ এর মধ্যে বাস্তবায়ন করা হয়েছে।	**১০০%**	
২৫।	নাটোর জেলার লালপুর উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধে একটি টি-বাঁধ নির্মাণ	১১/১২/২০১১ নাটোরের কানাইখালী মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ''পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গণ হতে কমরপুর হতে সাড়া-ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৭.৫৮৫ কিমি তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পিসিআর দাখিল করা হয়েছে।	**১০০%**	
২৬।	ভৈরব নদী এবং ভৈরব ও কাজলা নদীর সংযোগস্থল এমনভাবে খনন করতে হবে যেন শুকনা মৌসুমে সেচ ও বর্ষায় জলাধার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে	১৭/০৪/২০১১ মেহেরপুর জেলার মুজিবনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৭৩৮২.৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় সম্বলিত (বাস্তবায়নকাল জানু/২০১৪ হতে জুন/২০১৭) "ভৈরব নদী পুনর্খনন" প্রকল্পের আওতায় ২৯.০০ কিমি (৪৯৬০৬৯০.৯৮ ঘনমিটার মাটি) নদী খনন কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ইতোমধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট পিসিআর দাখিল করা হয়েছে।	**১০০%**	
২৭।	কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন	২৭/০৭/২০১০ ও ২৭/১২/২০১০ সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় আইলায় বিধ্বস্থ এলাকা পরিদর্শন এবং যশোর জেলা সফরকালে	কাজ সম্পন্ন। যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পিসিআর দাখিল করা হয়েছে।	**১০০%**	

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন (চলমান প্রকল্প)

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
২৮।	চাঁপাইনবাগঞ্জ সদর উপজেলার আলাতুলি ইউনিয়নের পদ্মা নদীর ভাঙ্গনরোধকল্পে নদী শাসন এবং একইসাথে জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিং করা এবং প্রয়োজনবোধে রাবার ড্যাম নির্মাণ	২৩/০৪/২০১১ চাঁপাইনবাগঞ্জ জেলা সফরকালে	বর্ণিত প্রতিশ্রুতির আওতায় "পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলী এলাকা রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পটি চলতি অর্থ-বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্প ব্যয় ২৮০১১.৮০ লক্ষ টাকা, মেয়াদকাল ০১/০৯/২০১২ হতে ৩০/০৬/২০১৮। **আর্থিক অগ্রগতি ২৪৯১১.৯০ লক্ষ টাকা, বরাদ্দ ৯০০০ লক্ষ টাকা।**	**৯২.২৭%**	
			জিকে সেচ প্রকল্পের আদলে সেচ সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে মহানন্দা নদী ড্রেজিংসহ রাবার ড্যাম নির্মাণের উপর ডিপিপিটি গত ১৬/০১/২০১৮ তারিখে একনেক এ অনুমোদন লাভ করে। প্রকল্প ব্যয় ১৫৯৯৭ লক্ষ টাকা, মেয়াদকাল অক্টোবর ২০১৭ থেকে জুন ২০২০। **আর্থিক অগ্রগতি ০.০০ টাকা বরাদ্দ ০.০০ টাকা।**	**০.০০%**	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
২৯।	প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শীতলক্ষ্যা ও বুড়িগঙ্গা নদী ড্রেজিং করা	২০/০৩/২০১১ নারায়ণগঞ্জ জেলা সফরকালে	"বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্পের ১১২৫ কোটি ৫৯ লাখ টাকা ব্যয় সম্বলিত সংশোধিত ডিপিপি ১৪/০৬/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্প ব্যয় ১১২৫৫৯.৩০ লক্ষ টাকা, মেয়াদকাল জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২০। **আর্থিক অগ্রগতি ২৯৮৬৯.৭২ লক্ষ টাকা, বরাদ্দ ৬০০০ লক্ষ টাকা**	**২৬.৭২%**	
৩০ (ক)	ভরাট হওয়া হাওর খনন করা সুনামগঞ্জ জেলার টেকেরহাট হতে সুলেমানপুর হয়ে লালপুর হয়ে গাগলাজুরী পর্যন্ত কংস নদী খনন	১০/১১/২০১০ সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	• **আর্থিক অগ্রগতি ২১৭৩৬.৪১ লক্ষ টাকা, বরাদ্দ ১৫০০০ লক্ষ টাকা** "হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সুনামগঞ্জ জেলায় রক্তি নদী ৬.০০০ কিমি, যদুকাটা নদী ৬.১২৫ কিমি, আপার বৌলাই নদী ১৬.০০০ কিমি, পুরাতন সুরমা নদী ৪০.০০০ কিমি, নলজোড় নদী ১০.০০ কিমি এবং চামতি নদী ২০.০০০ কিমি মোট ৯৮.১২৫ কিমি এবং মৌলভীবাজার জেলায় জুড়ি নদী ১০.০০ কিমি এবং সোনাই নদী ৮.০০ কিমি মোট ১৮.০০ কিমি নদী ড্রেজিং কাজ অর্ন্তভুক্ত আছে। প্রকল্প ব্যয় ৫৮৭২৯.৬৩ লক্ষ টাকা, মেয়াদকাল জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০১৯। • **কংস নদীটি গাগলাজুরী হতে মোহনগঞ্জ হয়ে নেত্রকোণা জেলা সদর পর্যন্ত বিস্তৃত যা BIWTA কর্তৃক বর্তমানে ড্রেজিং করা হচ্ছে।** • সুরমা-আপার বৌলাই সুলেমানপুর পর্যন্ত (১৬.০০ কিমি) নদী খনন কাজ চলমান। • যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদীর (১২.১২৫ কিমি) খনন কাজ চলমান। • পুরাতন সুরমা নদীর (৪০ কিমি) খনন কাজ চলমান।	**৪০%**	
৩০ (খ)	যাদুকাটা নদী হয়ে রক্তি নদী-বৌলাই হয়ে সুলেমানপুর পর্যন্ত নদী খনন	১০/১১/২০১০ সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে		**৬০%**	
৩০ (গ)	যাদুকাটা হয়ে রক্তি নদী হয়ে সুরমা নদী খনন	১০/১১/২০১০ সুনামগঞ্জ জেলা সফরকালে		**১৫%** **৫%**	
৩১।	সুরমা, কালনী ও কুশিয়ারা নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং	১০/১১/২০১০ সুনামগঞ্জের তাহিরপুরে অনুষ্ঠিত জনসভায়	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গৃহীত ''কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা'' শীর্ষক প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি গত ৩০/০৫/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প ব্যয় ৪২৪৭৩.০৭ লক্ষ টাকা, মেয়াদকাল এপ্রিল ২০১১ হতে জুন ২০১৯। **আর্থিক অগ্রগতি ১৩৯৯২.০৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ১০০০০ লক্ষ টাকা**	**৩৮%**	
৩২।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন করা	১২/৫/২০১০ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	**"ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন" শীর্ষক প্রকল্পের** আওতায় তিতাস নদী ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের ৪টি প্যাকেজের দরপত্র ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত প্রতিষ্ঠান "ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক লিঃ" এর অনুকূলে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। প্রকল্প ব্যয় ১৫৫৮৮.১৬ লক্ষ টাকা। মেয়াদকাল সেপ্টেম্বর ২০১৫ হতে জুন ২০২০। **আর্থিক অগ্রগতি ১২৭৬.৫৩ লক্ষ টাকা, বরাদ্দ ৩৯০০ লক্ষ টাকা**	**১২.০০%**	
৩৩।	বাগেরহাট জেলাধীন কোদালিয়া আড়ুয়াডিহি, কেন্দুয়া, নার্নিয়া বিলের কৃষি জমি চাষ উপযোগী করার কর্মসূচী প্রকল্প বাস্তবায়ন।	জাতীয় সংসদ নির্বাচন, ২০০৮ এর নির্বাচনী জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে	"বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ পুনর্বাসন" প্রকল্পটি ০৫/০১/২০১৬ তারিখে একনেক এ অনুমোদিত হয়। ডিপিএম পদ্ধতিতে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য গত ১০/০১/২০১৭ তারিখে নেগোসিয়েশন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ০৫/০৩/২০১৮ তারিখে সিসিজিপি অনুমোদন হয়েছে। ডিপিপি ব্যয় ২৮২৮৩.১৬ লক্ষ টাকা, মেয়াদকাল অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০১৯। **আর্থিক অগ্রগতি ১৪৭.৮৭ লক্ষ টাকা, বরাদ্দ ১৫০০ লক্ষ টাকা**	**০.৪৯%**	
৩৪।	ভৈরব নদী পুনঃখনন	২৭/১২/২০১০ যশোর জেলা সফরকালে	২৭২.৮১ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রকল্প ১৬/০৮/২০১৬ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। চলতি মাসে সকল কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। **আর্থিক অগ্রগতি ২৫১.৩১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ ২৪৪৬ লক্ষ টাকা**	**১.৭১%**	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৫।	কক্সবাজারের বাঁকখালী নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে ড্রেজিং করা	০৩/০৪/২০১১ কক্সবাজার জেলা সফরকালে	আলোচ্য প্রতিশ্রুতির অনুকূলে ২০৩.৯৩ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত একটি প্রকল্প ২২/১১/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে যা বর্তমানে ডিপিএম পদ্ধতিতে ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্ক লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। **আর্থিক অগ্রগতি ৪১৪.২১ লক্ষ টাকা, বরাদ্দ ৩০০০.০০ লক্ষ টাকা**	**৮.০৪%**	
৩৬।	ভোলা জেলার চর কুকরী মুকরী বেড়ীবাঁধ ও ঘোষেরহাট এবং রামনেওয়াজ লঞ্চঘাট এলাকায় নদী ভাঙ্গনরোধকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।	১১/১১/১০ ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একযোগে দেশব্যাপী ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র উদ্বোধনকালে	২৮০.৬৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত ঘোষেরহাট ও রামনেওয়াজ এলাকার নদী ভাঙ্গানরোধ প্রকল্প গত ০৩/০১/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। মেয়াদকাল জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০১৯। **আর্থিক অগ্রগতি ৪০১০.০০ লক্ষ টাকা, বরাদ্দ ৮১০১.০০ লক্ষ টাকা।**	**২৫.০০%**	
৩৭।	যমুনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভূয়াপুরকে রক্ষার লক্ষ্যে তারাকান্দি হতে জোকেরচর পর্যন্ত স্থায়ী গাইড বাঁধ নির্মাণ করা	৩০-০৬-২০১২ ভূয়াপুর ও হেমনগর রেলওয়ে স্টেশনের পথসভায়	২০০.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত "টাঙ্গাইল জেলার গোপালপুর ও ভূঞাপুর উপজেলাধীন যমুনা নদীর বাম তীরবর্তী কাউলী বাড়ী ব্রীজ হতে শাখারিয়া (ভরুয়া-বটতলা) পর্যন্ত এলাকায় তীর সংরক্ষণ" প্রকল্প গত ০১/০৮/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ২২/১১/২০১৭ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক ২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। দরপত্র প্রক্রিয়া চলমান। প্রকল্পের মেয়াদকাল মার্চ ২০১৭ হতে জুন ২০১৯।	**০.০০%**	
৩৮।	যমুনা নদীর ভাঙ্গনরোধ ও নাব্যতা রক্ষায় নদী ড্রেজিং করা (ব্রহ্মপুত্র-যমুনা)	১২/১১/২০১৫ বগুড়া জেলায় অনুষ্ঠিত আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে জনসভায়	• ক্যাপিটাল পাইলট ড্রেজিং প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদীর ২২.০০ কিমি ড্রেজিং সম্পন্ন করা হয়েছে। • যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলা এবং গনকবরসহ ফুলছড়ি উপজেলার বিভিন্ন স্থাপনা রক্ষা শীর্ষক প্রকল্পটি গত **১৩/০৮/২০১৭ তারিখে একনেকে অনুমোদিত হয়েছে।** প্রকল্পের আওতায় ১০.২২ কিমি ড্রেজিং এবং ৪.৮৫ কিমি তীর সংরক্ষণ কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রকল্প ব্যয় ২৯৯৩৬.৬৭ লক্ষ টাকা, মেয়াদকাল জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২১। • যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় খুদবান্দি, শিংরাবাড়ী ও শুভগাছা এলাকায় সংরক্ষণ প্রকল্পটি **গত ১৩/০৯/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় ৪৬৫৪৬.৪২ লক্ষ টাকা।** যার আওতায় ২৫.০০ কিমি ড্রেজিং কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত আছে। আরএডিপিতে বরাদ্দ ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা। মেয়াদকাল জুলাই ২০১৭ জুন ২০২০। • "বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার কুর্নিবাড়ি হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজ সহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় যমুনা নদীর ভাঙ্গন রোধে ৫.৯০০ কিমি নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। আরএডিপিতে বরাদ্দ ২০০০.০০ লক্ষ টাকা। মোট ডিপিপি ব্যয় ৩০১৫২.৮৯ লক্ষ টাকা। মেয়াদকাল জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৮।	১০০% ০.০০% ০.০০% ৭০%	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	প্রকল্পের বাস্তব অগ্রগতির হার	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫	৬
৩৯।	নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদী ড্রেজিং	২৭/৪/২০১০ চাঁদপুরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায়	"মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরিঘাট এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা" প্রকল্পে মেঘনা নদীতে ৬১,২৫,০০০ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজের জন্য ৯৮ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। প্রকল্পটি ০১/০৮/২০১৭ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ০২/০১/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক বরাদ্দ পাওয়া গেছে। মোবিলাইজেশন চলমান। **আর্থিক অগ্রগতি ০.০০ টাকা, বরাদ্দ ২০০০.০০ লক্ষ টাকা**।	**০.০০%**	BIWTA কর্তৃক সারাদেশের নদ-নদীর খননের প্রস্তাবিত মাস্টার প্ল্যানে ডাকাতিয়া নদী খননের জন্য নির্ধারিত আছে। যার আলোকে BIWTA ডাকাতিয়া নদী খনন কাজ শুরু করেছে বিধায় বাপাউবো কর্তৃক ডাকাতিয়া নদী খননের বিষয়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা নেই।
৪০।	মিষ্টি পানির অভাবে শুকনা মৌসুমে কৃষি কাজ করা যাবে না। তাই হাজা-মজা খাল পুনঃখনন ও খাস জমিতে পুকুর খনন করে সেচের ব্যবস্থা করা।	০৬/০৫/২০১০ বরগুনা জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	"বরগুনা জেলায় উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ কাজের জন্য খাল পুনঃখনন" প্রকল্পের ৬৬ কোটি ৫১ লাখ টাকার ডিপিপি **গত ০৩/০৪/২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে।**	**০.০০%**	

<u>মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন **(ডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন প্রকল্প)**</u>

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫
৪১।	সন্দীপ-উড়িরচর ক্রসড্যামের সম্ভাব্যতা যাচাই করে সন্দীপের কোন ক্ষতি না হলে নির্মাণ করা	১৮/০২/২০১২ চট্টগ্রাম জেলার সন্দীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	৭৮৪.৩০ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপিটি পরিকল্পনা কমিশনে দাখিল করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক আউটসোর্সিং জনবলের বিষয়ে জনবল নিয়োগের অনুমোদন প্রাপ্তির বিষয়টি **অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন ।**	
৪২।	সরাইল উপজেলায় বেড়ীবাঁধ নির্মাণ করা	১২/৫/২০১০ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	৩২.১৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় সম্বলিত "সরাইল উপজেলায় বাঁধ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি **পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন** ।	
৪৩।	চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়ীবাঁধ নির্মাণ	৩১/০৩/২০১১ ময়মনসিংহ জেলা সফরকালে	"চরআলগী ইউনিয়নের চারপাশে বেড়িবাঁধ নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপিতে পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে ড্রেজিং কার্যক্রম অর্ন্তভূক্ত করে করা হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে **ডিপিপি পুনর্গঠনের জন্য বাপাউবোতে প্রক্রিয়াধীন।**	
৪৪।	কুড়িগ্রামের ধরলা, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ	০৬/৩/২০১০ কুড়িগ্রাম জেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়		মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত ৪৫নং ক্রমিকের নির্দেশনা বাস্তবায়িত হলে কুড়িগ্রামের ধরলা, তিস্তা ও দুধকুমার নদীতে নাব্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ড্রেজিংকরণ" শীর্ষক প্রতিশ্রুতিটি বাস্তবায়নের প্রয়োজন নেই।
৪৫।	কুড়িগ্রাম জেলার ১৬টি নদ-নদী ড্রেজিং করে নাব্যতা বৃদ্ধি করা হবে এবং দক্ষিণাঞ্চলের নতুন পায়রা সমুদ্রবন্দরের সাথে সরাসরি যোগাযোগ সৃষ্টি করা হবে	০৭/০৯/২০১৬	• মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমীক্ষা সম্পন্নের নিমিত্ত ০৮/০৬/২০১৭ তারিখে মন্ত্রণালয় কর্তৃক একটি কমিটি গঠন করা হয়। গঠিত কমিটির একটি সভা গত ৩১/০৭/২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠি হয়। • বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন বোর্ড ও Power Construction Corporation China (Power China) সাথে Sustainable River Management বিষয়ে স্বাক্ষরিত MoU অনুযায়ী China প্রতিষ্ঠান	

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫
			বাংলাদেশের ৩টি River System (Ganges-Padma System, Brahmaputra-Jamuna System, Surma-Meghna System) এর একখানা মাস্টার প্ল্যান হাতে নেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ধরলা ও তিস্তা নদীর ড্রেজিং ও টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার কাজ চলমান রয়েছে। • উপরোল্লিখিত কাজসমূহ দীর্ঘ সময় প্রয়োজন বিধায় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্তে ব্রহ্মপুত্র, ধরলা, তিস্তা ও দুধকুমার নদীর ড্রেজিং বিষয়ে আলাদা আলাদা ডিপিপি প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। • "কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীরহাট ও চিলমারী বন্দর এলকায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডানতীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং" শীর্ষক প্রকল্পটি **পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন**। ডিপিপি অনুযায়ী প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৫২.১২ কোটি টাকা। প্রকল্পটিতে ২০ কিমি ড্রেজিং অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। • "কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলার ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ার চর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেম্বার পাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের ভাঙ্গন হতে বামতীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং" শীর্ষক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৯১৯.৮২ কোটি টাকা। প্রকল্পটিতে ২৫ কিমি ড্রেজিং অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। বর্তমানে ডিপিপিটি **পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন** আছে। • "কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট ও ফুলবাড়ী উপজেলাধীন ধরলা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ বাম ও ডান তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৬৩৩.৭২ কোটি টাকা। প্রকল্পটি ৫ কিমি ড্রেজিং অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে **বোর্ডে** ডিপিপি পুনর্গঠনের কাজ চলমান। • "কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট ও উলিপুর উপজেলায় সিরিজ অব টি-হেড গ্রোয়েন নির্মাণের মাধ্যমে তিস্তা নদীর বামতীরে ভাঙ্গন রোধ প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৩১৯.০০ কোটি টাকা। প্রকল্পটিতে ১২ কিমি ড্রেজিং অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। **বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।** • "রংপুর জেলার গংগাচড়া ও রংপুর সদর উপজলোয় তিস্তা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা (১ম সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ১৮৪.৪৩ কোটি টাকা। প্রকল্পটিতে ৪ কিমি ড্রেজিং অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। **প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি গত ০১/০২/২০১৮ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।** • "কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত প্রধান নদ-নদীসমূহ ড্রেজিং করে বন্যা ও নদীভাঙ্গন রোধ, নাব্যতা বৃদ্ধি এবং ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় প্রায় ৫১২ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় ব্রহ্মপুত্র, তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, গঙ্গাধর, বুড়িতিস্তা ও ফুলকুমার নদীতে সর্বমোট ১৪৮ কিমি নদী খনন অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। **প্রকল্পটির ডিপিপি বাপাউবোর মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন।** • "কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারী ও নাগেশ্বরী উপজেলাধীন দুধকুমার নদীর ডান ও বামতীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্পটিতে ১২ কিঃমিঃ ড্রেজিং অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। **ডিপিপি মাঠ পর্যায়ে প্রক্রিয়াধীন।**	
৪৬।	যমুনা এবং বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গনরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ৩টি প্রকল্প যাতে	২৬/০৮/২০১৭	বগুড়া জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করতোয়া নদী পুনঃখননের মাধ্যমে নদীর নাব্যতা ফিরিয়ে আনা, পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধানসহ সেচ সুবিধার উন্নয়ন এর মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে "করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প" -এর ডিপিপি সংশোধন কার্যক্রম বাপাউবোতে প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া পাসমতে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার	বেলা'র রিটের বিপরীতে মহামান্য হাইকোর্ট এর রায়ে করতোয়া নদীকে CS ম্যাপ অনুযায়ী পুনরজ্জীবিত করার নির্দেশনা রয়েছে। সেই

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
	বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে।		সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গজারিয়া নদী পূনঃখনন কাজটি "করতোয়া নদী উন্নয়ন প্রকল্প"-এর ডিপিপিতে অন্তর্ভূক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠন কাজও বাপাউবোতে চলমান।	মোতাবেক CS ম্যাপ সংগ্রহ পূর্বক নদীর প্রকৃত প্রশস্ততা নির্ধারণ কাজ চলমান রয়েছে। মহামান্য হাইকোর্ট এর নির্দেশনার আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক শীঘ্রই পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হবে।
৪৭।	তিতাস নদী খনন করা	০৭/১১/২০১০ কুমিল্লার তিতাস উপজেলায় অনুষ্ঠিত জনসভায়	• ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার তিতাস নদী পুনঃখনন **(ক্রমিক নং ৩২)** প্রকল্পটি বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। • বিগত ০৮/০৫/২০১২ তারিখে তিতাস নদী খননের জন্য ১১৯ কোটি টাকার ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। কারিগরী, সামাজিক, পরিবেশ ও অর্থনৈতিক সমীক্ষার জন্য পরিকল্পনা কমিশন হতে প্রকল্পের ডিপিপি ফেরত দেয়া হয়। • কারিগরি রিপোর্ট চূড়ান্ত হয়েছে। • **কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলার তিতাস নদী (লোয়ার তিতাস) পুনঃখনন প্রকল্পের ৪৯.৯৪ কোটি টাকার ডিপিপি বর্তমানে মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন।**	
৪৮।	জয়পুরহাট জেলার ছোট যমুনা, তুলসীগঙ্গা, ও শ্রী নদী পুনঃ খনন এবং রাবার ড্যাম নির্মাণ	২২/০১/২০১২ জয়পুরহাট সফরকালে	৩১/১২/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি বিষয়ক সভায় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, জয়পুরহাট কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনে জানা যায় যে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অন্তর্ভুক্ত অংশগ্রহণমূলক ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ সেক্টর প্রকল্প (PSSWRSP) এর আওতায় এবং জাতীয় পানি নীতি (১৯৯৯) অনুসরণে ১০০০ হেক্টর পর্যন্ত উপকৃত এলাকায় উপ- প্রকল্প এর অধিক হওয়ায় (PSSWRSP) এর আওতায় বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। এমতবস্থায় এ বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়কে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে ০২/১০/২০১২ খ্রিঃ তারিখে ৩৩.০৭১.০৪৬.৪২.০০.০০১.২০১১-২২১(২) নং স্মারকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। উপরোক্ত নির্দেশনা মোতাবেক জয়পুরহাট পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, বগুড়া কর্তৃক ১৩৪৪১.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিপিপিটি গত ১৮/০২/২০১৮ **তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে** প্রেরণ করা হয়েছে।	

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি এবং নির্দেশনা মোতাবেক গৃহীত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত প্রতিবেদন **(সমীক্ষা সমাপ্তির পর প্রণয়নতব্য ডিপিপি)**

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	মন্তব্য
১	২	৩	৭	৫
৪৯।	যমুনা এবং বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গনরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ৩টি প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে।	২৬/০৮/২০১৭	• বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গন রোধে "বগুড়া জেলায় বাঙ্গালী নদীর ডান ও বামতীরে নদী তীর সংরক্ষণ" শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। • কারিগরি কমিটি **কর্তৃক দাখিলকৃত প্রতিবেদন বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।**	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
৫০।	যমুনা এবং বাঙ্গালী নদীর ভাঙ্গনরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে ৩টি প্রকল্প যাতে বাস্তবায়িত হয় সে বিষয়ে দৃষ্টি দেয়া হবে।	২৬/০৮/২০১৭	• যমুনা নদীর ভাঙ্গন রোধে তীর প্রতিরক্ষা কাজের জন্য "বগুড়া জেলার সোনাতলা, সারিয়াকান্দি ও ধুনট উপজেলায় যমুনা নদীর ডানতীরে ক্রসবার, স্পার ও প্রতিরক্ষামূলক কাজের পুনর্বাসনসহ যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষন" শীর্ষক প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। • প্রকল্প এর ডিপিপি তৈরীর জন্য কারিগরী কমিটি গঠন হয়েছে। • কারিগরি প্রতিবেদন প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন।

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	প্রতিশ্রুতি প্রদানের তারিখ ও স্থান	প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা বাস্তবায়নে গৃহীত ব্যবস্থা ও হালনাগাদ অগ্রগতির বর্ণনা	মন্তব্য
১	২	৩	৭	
৫১।	সন্দ্বীপ-কোম্পানীগঞ্জ সড়কবাঁধ নির্মাণ	১৮/০২/২০১২ চট্টগ্রাম জেলার সন্দ্বীপ উপজেলায় সরকারী হাজী আব্দুল বাতেন কলেজ মাঠে অনুষ্ঠিত জনসভায়	সন্দ্বীপ-উড়িরচর নোয়াখালী এলাকায় গাণিতিক মডেলের মাধ্যমে ৪টি ক্রসড্যাম স্থাপনের সমীক্ষা করা হয়েছে। ক্রসড্যামসমূহ- ১) উড়িরচর-নোয়াখালী, ২) নোয়াখালী জাহাজের চর, ৩) জাহাজের চর সন্দ্বীপ, ৪) সন্দ্বীপ-উড়িরচর। **৪টি ক্রসড্যামের মধ্যে ৪২নং ক্রমিকের ১টি ক্রসড্যাম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বাস্তবায়ন পরবর্তী পর্যায়ে এলাকার মরফোলজিক্যাল অবস্থার আমুল পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে ক্রসড্যামটি বাস্তবায়নের পর নতুন অবস্থার প্রেক্ষিতে স্টাডি প্রকল্পের উদ্যোগ নেয়া হবে।**	উড়িরচর-নোয়াখালী ক্রসড্যাম প্রকল্পের ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ডিপিপি অনুমোদনের পর কার্যক্রম সমাপ্ত হলে আলোচ্য প্রকল্পের প্রভাব নিরূপন পূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ করা যাবে।
৫২।	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প গ্রহণ	০৩/০৪/২০১১ কক্সবাজার জেলা সফরকালে	• "কক্সবাজার শহর রক্ষা" শীর্ষক প্রকল্পটির উপর বিগত ০৫/০২/২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভার আলোচনা শেষে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসহ সমন্বিতভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ পূর্বক জরুরীভিত্তিতে নতুন প্রকল্প গ্রহণ করে পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। • বিগত ১২/০১/২০১৭ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে "কক্সবাজার শহর রক্ষা" প্রকল্পের উপর সমন্বিত প্রকল্প গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ তথা পূর্ত মন্ত্রণালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্প সংশ্লিষ্টতায় ভাঙ্গনের বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠান/বিভাগ প্রকল্পের সমন্বিত ডিপিপি প্রণয়ন করে কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দাখিল করবে।	কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কক্সবাজার জেলার প্রস্তাবিত মাস্টার প্ল্যান অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। মাস্টার প্ল্যান অনুমোদিত হলে তদানুযায়ী প্রকল্পটি গ্রহনের উদ্যোগ নেয়া হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ১১ মে ২০১৪ তারিখ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিদর্শনকালে প্রদত্ত নির্দেশনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন

ক্র: নং	**মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা**	**বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য**
১।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত সরকার তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষর করতে অত্যন্ত আন্তরিক। এ বিষয়ে বাংলাদেশ সরকার তৎপর রয়েছে। তিনি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এবং যৌথ নদী কমিশনকে চূড়ান্তকৃত তিস্তার পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন।	• গত জানুয়ারি ২০১০ মাসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহার ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের দিক নির্দেশনার প্রেক্ষিতে তিস্তা নদীর অন্তবর্তীকালীন পানিবণ্টন চুক্তির ফ্রেমওয়ার্ক চূড়ান্ত করা হয়েছে। ভারতের সাথে আলোচনাপূর্বক চুক্তি স্বাক্ষরের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। • ভারতের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীকে তিস্তা নদীর পানিবণ্টন চুক্তি স্বাক্ষরের নিমিত্ত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে ডিও লিটারের মাধ্যমে বাংলাদেশের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রী আমন্ত্রণ জানান। • গত সেপ্টেম্বর ২০১৪ মাসে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত Joint Consultative Commission (JCC) এর বৈঠকেও বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভারতের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতকালে তিস্তা নদীর পানিবণ্টন চুক্তি দ্রুত স্বাক্ষরের জন্য অনুরোধ জানান। • গত ০৮ এপ্রিল, ২০১৭ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ঘোষণায় উল্লেখ রয়েছে যে, বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ২০১১ সালে দু'দেশের মধ্যে সম্মত রূপরেখা অনুযায়ী অনতিবিলম্বে তিস্তার অন্তর্বর্তীকালীন পানিবন্টন চুক্তি সম্পাদনের অনুরোধ জানান। ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে অবহিত করেন যে, যথাশীঘ্র তিস্তার অর্ন্তবর্তীকালীন পানিবন্টন চুক্তি সম্পাদনের লক্ষ্যে ভারত সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সাথে কাজ করছে। • গত ২২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত Joint Consultative Commission (JCC) এর ৪র্থ বৈঠকের পর বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় গত ০৮ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য স্মরণ করেন যাতে ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দু'দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর চলমান মেয়াদকালে তিস্তা চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে মর্মে উল্লেখ করেছেন।
২।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বারোপ করেন। তিনি ভারতের সংগে গঙ্গা চুক্তির আলোকে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণের ওপর জোর দেন এবং যৌথ নদী কমিশনকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	• ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশনের পরবর্তী বৈঠকে গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের বিষয়ে আলোচনা করা হবে। উল্লেখ্য, গত সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত Joint Consultative Commission (JCC) এর বৈঠকে বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী ভারতের মাননীয় পানি সম্পদ মন্ত্রীর সাথে সাক্ষাতকালে উল্লেখ করেন যে, ভারতের ফারাক্কা ব্যারাজের ১০০ কিমি ভাটিতে বাংলাদেশ গঙ্গা নদীর ওপর ব্যারেজ নির্মাণের পরিকল্পনা করেছে যা দু'দেশের উপকারে আসবে। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, ভারতীয় ভূ-খন্ডে এ ব্যারেজের কোনো backwater effect পরিলক্ষিত হবে না। এ সময় তিনি ভারতীয় মন্ত্রীর নিকট গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের project brief ও detailed study report প্রদান করেন। ভারতীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দ্রুততম সময়ে তাদের মতামত প্রদান করবেন মর্মে উল্লেখ করেন। বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী এ বিষয়ে আশ্বস্থ করেন যে, ভারতের মতামত পাওয়ার পর এ বিষয়ে কোনো ভিন্নতা পরিলক্ষিত হলে দু'দেশ কর্তৃক যৌথভাবে তা নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। এ প্রেক্ষিতে সম্প্রতি ভারতীয় পক্ষ গঙ্গা ব্যারেজের Mathematical Modeling Report-সহ পূর্নাঙ্গ সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন (Complete

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
		Feasibility Report) এবং details of ২-D Morphological Studies সরবরাহ করতে বাংলাদেশকে অনুরোধ জানালে রিপোর্টগুলো গত জুন ২০১৫ মাসে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। এছাড়া সম্প্রতি বাংলাদেশের প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্পের যাবতীয় সমীক্ষা রিপোর্ট ভারতীয় পক্ষকে সরবরাহ করা হয়েছে। • ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন গত ২৮ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত একটি নোট ভারবালের মাধ্যমে ইতোমধ্যে সরবরাহকৃত গঙ্গা ব্যারেজের Mathematical Modeling Report-সহ পূর্নাঙ্গ সম্ভাব্যতা প্রতিবেদন (Complete Feasibility Report) এবং details of 2-D Morphological Studies এর উপর প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ প্রদান করেছে। এছাড়া এ বিষয়ে একটি যৌথ পরিদর্শনের প্রয়োজনীয়তার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। ভারত হতে বিভিন্ন সময়ে প্রাপ্ত পর্যবেক্ষণ বিষয়ে বাংলাদেশের মতামত/বক্তব্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ভারতীয় পক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে। • গত ২৪-২৮ অক্টোবর ২০১৬ ভারতের একটি কারিগরিদল বাংলাদেশ সফর করে। এ সফরকালে গত ২৫-২৬ অক্টোবর ২০১৬ বাংলাদেশ ও ভারতের কারিগরি দল কর্তৃক বাংলাদেশের প্রস্তাবিত গঙ্গা ব্যারাজ প্রকল্প এলাকা ও গঙ্গা নদীর হার্ডিঞ্জ সেতু এলাকা পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শন শেষে গত ২৭ অক্টোবর ২০১৬ ঢাকায় অনুষ্ঠিত বৈঠকে গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প বিষয়ে একটি যৌথ কারিগরি সাব-গ্রুপ গঠন করে দু'দেশের গঙ্গা নদীর অভিন্ন এলাকায় (পাংশা হতে মাথাভাঙ্গা নদীর মোহনা পর্যন্ত) বিভিন্ন উপাত্ত সংগ্রহ সহ নানাবিধ সমীক্ষা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে ইতোমধ্যে ভারত ও বাংলাদেশ তাদের নিজ-নিজ কারিগরি সাব-গ্রুপ গঠন করেছে। ভারতীয় পক্ষকে গত ৯-১১ ডিসেম্বর ২০১৬ ঢাকায় কারিগরিদলের প্রথম সভা অনুষ্ঠানের জন্য বাংলাদেশের পক্ষ হতে আমন্ত্রণ জানানো হলে ভারতীয় পক্ষ সুবিধাজনক সময়ে উক্ত সভায় যোগদান করবে মর্মে বাংলাদেশকে অবহিত করে। • গঙ্গা ব্যারেজ প্রকল্প প্রণয়ন বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণ করে প্রকল্পটিকে জাতীয় অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে বিবেচনাপূর্বক দ্রুত প্রণয়নের নীতিগত অনুমোদনের জন্য জুন ২০১৬ এ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সার-সংক্ষেপটি অনুমোদন করেননি। ব্যারেজটি যাতে বাংলাদেশ ও ভারতের যৌথ অংশীদারিত্বে বাস্তবায়ন করা যায় এরুপ ডিজাইন করে সম্পূর্ণ নতুন প্রজেক্ট করতে হবে মর্মে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অবহিত করে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে সার-সংক্ষেপটি ফেরত প্রদান করা হয়। • মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উক্ত অনুশাসনের আলোকে গঙ্গার পানিবন্টন চুক্তির আওতায় প্রাপ্য পানির সর্বোত্তম ব্যবহারের সম্ভাব্য বিকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণের জন্য বাপাউবো ও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর মাধ্যমে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম চলমান আছে। • উল্লেখ্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সমন্বয়ক (এসডিজি বিষয়ক) মহোদয়কে আহবায়ক করে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত ঐতিহাসিক পানি বন্টন চুক্তির আওতায় প্রাপ্য পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে প্রকল্প চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির গত ১৪-০৯-২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্যের মধ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নদী বিষয়ক চুক্তি সম্পাদন ও বর্তমানে চুক্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত পানির সর্বোচ্চ ব্যবহারে যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নে ভারতের কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতার বিষয়ে দ্বি-পাক্ষিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সভায় ভারতের পরামর্শ গ্রহণপূর্বক হিস্যা অনুযায়ী প্রাপ্ত পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে প্রকল্প প্রণয়নে এবং কারিগরী সমীক্ষা পরিচালনার বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে মর্মেও সিদ্ধান্ত হয়। • গত ২২ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত Joint Consultative Commission (JCC)-এর ৪র্থ বৈঠকের পর বাংলাদেশের মাননীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাঁর বক্তৃতায় দীর্ঘ মেয়াদে গঙ্গার পানির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (feasibility study) পরিচালনার জন্য ভারতের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা কামনা করেন।
৩।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রকৃতির সংগে খাপ খাইয়ে নদী শাসন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহনের জন্য নির্দেশনা দেন। নদীর স্বাভাবিক গতি প্রবাহ অক্ষুন্ন রেখে নাব্যতা উন্নয়ন এবং বাঁধ ও স্লুইসগেট নির্মাণে আরও সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দেন।	প্রকৃতির সংগে খাপ খাইয়ে নদী শাসন এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক ADB এর অর্থায়নে ৮৬৮.৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় সংবলিত "Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (FRERMIP)" শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ এপ্রিল ২০১৪ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত, বাস্তব অগ্রগতি ৬৭.৮১%।
৪।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পলি দ্বারা ভরাট হয়ে যাওয়া নদীগুলো নিয়মিত ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নাব্যতা রক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি ব্রহ্মপুত্র-যমুনা নদীর মত বড় নদীগুলো ড্রেজিং এর মাধ্যমে গভীরতা বৃদ্ধি করে প্রশস্ততা কমিয়ে এনে বিপুল পরিমাণে ভূমি পুনরুদ্ধার করে পরিকল্পিত জনপদ ও শিল্পপার্ক নির্মাণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	• ২০১৬-১৭অর্থ বছর পর্যন্ত যমুনা, ধলেশ্বরী, গড়াই, ব্রহ্মপুত্র, চন্দনা-বারাশিয়া, বেমালিয়া-লংগন, পুংলী, তুরাগ, কালনী কুশিয়ারা, কপোতাক্ষ, ভৈরব, চিত্রা, আঠারবাকি প্রভৃতি নদীর বিভিন্ন অংশে ড্রেজারের মাধ্যমে ২৭৫ কিমি এবং এক্সকাভেটরের মাধ্যমে ৬২১ কিমি নদী পুনঃখনন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে পদ্মা, যমুনা, মেঘনা, কালনী, কুশিয়ারা, ছোট ফেনী, বাঁকখালী, আত্রাই, কুমার, মধুমতি, কপোতাক্ষ, ভদ্রা, সালতা, ধলেশ্বরী, গড়াই, বেমালিয়া, তুরাগ, ভৈরব সহ নদ-নদীর বিভিন্ন অংশে আরও ড্রেজারের মাধ্যমে ৭০.০০ কিমি এবং এক্সকেভেটরের মাধ্যমে ৮০.০০ কিমি অর্থাৎ মোট ১৫০.০০ কিমি নদী খননের এর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। ইতোমধ্যে ড্রেজারের মাধ্যমে প্রায় ৭১.০৪ কিমি এবং এক্সকেভেটরের মাধ্যমে প্রায় ৬৫.৩৬ কিমি অর্থাৎ মোট ১৩৬.৪০ কিমি দৈর্ঘ্যে নদী খনন সম্পন্ন হয়েছে। • "Capital (Pilot) Dredging of River System in Bangladesh" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদীর ডান তীরে ড্রেজিংকৃত পলি ব্যবহার করে চারটি ক্রসবার নির্মাণের মাধ্যমে প্রায় ১৬ বর্গ কিমি ভূমি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে। • সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী নদী/খাল পুনঃখননের লক্ষ্যে "Rehabilitation of Embankments & Re-excavation of River/Khals" শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন মাঠ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
৫।	নদীর নাব্যতা রক্ষার্থে নদ-নদীসমূহ নিয়মিত ড্রেজিং করার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেজার সংগ্রহ করে তিনি সরকারী অর্থে ড্রেজিং কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এর ড্রেজার পরিদপ্তরের অধীনে বর্তমানে মোট ৩৫টি বিভিন্ন ক্ষমতার কাটার সাকশান ড্রেজার রয়েছে, যার মধ্যে ৭টি (২৬"), ২টি (২০''), ৮টি (১৮'') এবং ১টি (৬'') অর্থাৎ ১৮টি ড্রেজার বাপাউবোর বিভিন্ন প্রকল্পে নিয়োজিত আছে। এছাড়া, পাউবো'র নিজস্ব অর্থায়নে ক্রয়কৃত প্রকল্পের কাজে ব্যবহারের জন্য তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পে ২টি (১২'') এবং খুলনা-যশোর নিষ্কাশন ও পূণর্বাসন প্রকল্পে ২টি (১টি ১৮'' এবং ১টি ১২'') কাটার সাকশান ড্রেজার রয়েছে। ড্রেজিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারী অর্থে ''বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২য় সংশোধিত)'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৪টি (২৬'') ড্রেজারের ক্রয় কার্য সম্পন্ন হয়েছে। ৩টি ড্রেজারের Test & Trial সম্পন্ন হয়েছে। আরও একটি ড্রেজারের টেস্ট ট্রায়ালের প্রস্তুতি চলমান আছে। এছাড়া, ২টি (২০''), ১০টি (১০'') ড্রেজার,৯টি টাগ, ১৩টি বিভিন্ন ধরণের এক্সক্যাভেটর, ৫টি ডেকলোডিং বার্জ, ২টি ইন্সপেকশান বোট ও ৩টি ফর্ক লিফটার ক্রয়ের পুনঃদরপত্র আহ্বান ও ৫টি এ্যাম্ফিবিয়ান এক্সকেভেটর ক্রয়ের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। গত ১৩/০৩/২০১৮ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পটির বাকি ভৌত কার্যক্রমসমূহ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে পিপিআর ২০০৮-এর ১২ ধারা মোতাবেক "অর্পিত ক্রয়কার্য (Delegated procurement)" প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়। তদপ্রেক্ষিতে আহ্বানকৃত দরপত্রসমূহ বাতিল করা হয়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বর্ণিত কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা না থাকায় প্রকল্পটি বাংলাদেশ সেনা বাহিনীর মাধ্যমে না করার জন্য ঢাকা সেনানিবাস পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়কে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করেন। প্রকল্পটির মেয়াদকাল জুলাই ২০১০ হতে ডিসেম্বর ২০১৯।
৬।	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প বাস্তবায়নে ধলেশ্বরী-পুংলি-তুরাগ-বংশী নদী ড্রেজিং কালে দেখা যায়, নদীগুলোর ওপর বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ৬টি ব্রিজ রয়েছে যেগুলোর উচ্চতা এবং ভিত্তি এমনভাবে নির্মিত হয়েছে যার ফলে ড্রেজার দ্বারা ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব হচ্ছে না। এ বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সচিত্র উপস্থাপনা দেখে ব্রিজ নির্মাণকালে আরো সতর্ক এবং সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় করে ব্রিজ নির্মাণের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা যখন কোন নদীর ওপর ব্রিজ নির্মাণের পরিকল্পনা করবে তখন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। বর্তমানে যে ৬টি ব্রিজ রয়েছে সেগুলোর মাঝ বরাবর উচ্চতা বৃদ্ধি করে কিভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে কারিগরি দিক বিবেচনা করে সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহনের নির্দেশনা দেন। তিনি বুড়িগঙ্গাসহ ঢাকার চারপাশের নদীসমূহের নাব্যতা বৃদ্ধি ও দূষণ রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে সমন্বয় করে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	• মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ২১-০৫-২০১৬ তারিখে ১০ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি ইতোমধ্যে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করতঃ প্রতিবেদন দাখিল করেছে। উক্ত প্রতিবেদনের সুপারিশের আলোকে প্রণীত ১১২৫.৫৯ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত সংশোধিত ডিপিপি গত ২৭/০৬/২০১৬ ECNEC কর্তৃক অনুমোদিত হয়। উক্ত ডিপিপিতে বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক নির্মিত ৩ টি সেতু পূণঃনির্মাণসহ ১৯ টি সেতুর ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্টসহ EIA ওSIA সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য অর্থের সংস্থান রয়েছে। ১৯ টি সেতুর মধ্যে ৭টি সেতুর ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্টের জন্য এলজিইডি-এর সাথে MoU স্বাক্ষরের কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত এবং নভেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ২৭.৫০%। • ডিপিপি'র কার্যক্রমে ৮৫ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের সংস্থান রয়েছে। সংস্থানের ভিত্তিতে Sediment Basin এর জন্য ৬৮.৩৯ হেক্টরভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের অনুকূলে ভুমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পাওয়ার পর ৬ ধারা নোটিশজারি করা হয়েছে। প্রাক্কলন প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে। • ২০১৭ সালের বন্যায় ধলেশ্বরী নদীর উৎসমুখ ভাঙ্গন কবলিত হওয়ায় গাইড বাধেঁর জন্য প্রস্তাবিত স্থান নদীতে বিলীন হয়ে যায়। এমতাবস্থায়, গাইড বাধঁ নির্মাণের জন্য নতুন করে ১৫.০৯ হেক্টরজমিঅধিগ্রহণ প্রস্তাব দাখিল করা হয়। উক্ত ভুমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে টাঙ্গাইল জেলা প্রশাসক কর্তৃক ৪ ধারা নোটিশ জারী করা হয়েছে। ভুমি মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের নিমিত্ত ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গেছে। • এছাড়া নদী গবেষনা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকল্পের ফিজিক্যাল মডেল কাজ সম্পাদনের জন্য RFP জারি করা হয়েছে।
৭।	বর্তমানে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দকৃত উন্নয়ন বাজেট প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল বিবেচনায় বাস্তবতার নিরিখে অপ্রত্যাশিত ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ বরাদ্দের থোক বরাদ্দ হিসেবে বরাদ্দ করার বিষয়টি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর গোচরীভূত করা হলে তিনি এ বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগক্রমে পর্যাপ্ত অর্থ থোক হিসেবে বরাদ্দের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুসরণ করে থোক বরাদ্দ প্রদানের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হয়। সেই আলোকে ২০১৭-১৮ অর্থ-বছরে আগাম বাজেটে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২৩৮ কোটি টাকা থোক বরাদ্দের সংস্থান রাখা হয়েছে। নতুন প্রকল্প অনুমোদিত হলে থোক বরাদ্দ পাওয়া যাবে।

ক্র: নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা	বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক তথ্য
	জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	
৮।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সারাদেশব্যাপী বিস্তৃত কার্যক্রম আরো দক্ষতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রস্তাবিত Need based জনবল অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের নির্দেশনা দেন।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৬৪ টি ক্যাটাগরীর ১২৬৩৪ জনবল সম্বলিত *Need Based Set-up* এর মধ্যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ভেটিংকৃত এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ বিভাগের রাষ্ট্রায়াত্ত ও বাস্তবায়ন অনুবিভাগের শর্ত মোতাবেক ১১৬ ক্যাটাগরীর ১০১৮২ টি পদ সৃজনে সরকারী আদেশ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। অবশিষ্ট ৪৮ টি ক্যাটাগরীর ২৪৫৬ টি পদের বেতন স্কেল বাপাউবোর প্রস্তাব অনুযায়ী নির্ধারণের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এছাড়া অন্তবর্তীকালীন সময়ে অর্থাৎ অনুমোদিত Need Based Set-up সংশ্লিষ্ট চূড়ান্ত প্রবিধানমালা জারীর পূর্ব পর্যন্ত নিয়োগ ও পদোন্নতি কার্যক্রম চলমান রাখার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে Need Based Set-up এর আওতায় পূর্ণাঙ্গ প্রবিধানমালা প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিদ্যমান প্রবিধানমালা-২০১৩ মোতাবেক নিয়োগ ও পদোন্নতি কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
৯।	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় (গ্রীন রোড) পানি ভবন নির্মানের প্রকল্প হাতে নেয়ায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং উক্ত এলাকায় অবস্থিত জলাধার পুকুর রক্ষা করে সংস্থার সকল দপ্তরের স্থান সংকুলান হয় এরূপভাবে বহুতল ভবন নির্মাণের নির্দেশনা প্রদান করেন।	গ্রীণ রোড এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব জায়গায় জলাধার ও পুকুর রক্ষাকরতঃ সংস্থার সকল দপ্তরের স্থান সংকুলান করার জন্য ২১০.৯৪ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত জন্য “পানি ভবন নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত, মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি ৬৩.১০%।

স্বাক্ষরিত
১০/০৪/২০১৮
(আফছানা বিলকিস)
সিনিয়র সহকারী সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়